৩০/১১/২০০৩

ভোরের কাগজ

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ...১২... কলাম ... ৩......

বাংলাদেশ মুসলিম উম্মাহর উন্নয়নে অবদান রাখতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ

আইইউটি'র সমাবর্তনে প্রধানমন্ত্রী, সদস্য দেশগুলোকে বাজেট বৃদ্ধির আহ্বান

সৈয়দ লিটন, গাজীপুর থেকে : প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া বলেছেন, ওআইসি'র সক্রিয় সদস্য হিসেবে বাংলাদেশ মুসলিম উম্মাহর উন্নয়নে কার্যকর অবদান অব্যাহত রাখতে দৃঢ় অঙ্গীকারাবদ্ধ। প্রধানমন্ত্রী গতকাল সোমবার গাজীপুরে ইসলামী ইউনিভার্সিটি অফ টেকনোলজির (আইইউটি) ১৫তম সমাবর্তন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে একথা বলেন।

প্রধানমন্ত্রী ওআইসির সদস্যভুক্ত দেশগুলোকে আইইউটির বাজেট বৃদ্ধির আহ্বান জানিয়ে আশা প্রকাশ করেন এখানথেকে শিক্ষালাভকারী ছাত্ররা একুশ শতকের চ্যালেঞ্জ ও মোকাবিলায় সক্ষম হবে। খালেদা বলেন, শুধুমাত্র কি শিক্ষিত প্রকৌশলী, প্রযুক্তিবিদ ও কারিগরি জ্ঞানসম্পন্ন জনশক্তি সৃষ্টির লক্ষ্যে এ প্রতিষ্ঠানটি স্থাপিত হয়নি, বরং বিদেশী ছাত্ররা এখান থেকে দেশে ফিরে আরো অনেক তরুণকে কারিগরি জ্ঞানে সমৃদ্ধ করবে সে আকাঙ্ক্ষা নিয়েই ওআইসিভুক্ত দেশগুলো এ প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছে।

সকাল ১০টায় ১৫তম সমাবর্তন অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী ইসলামিক ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি আইআইটিকে ইসলামিক ইউনিভার্সিটি অব টেকনোলজি আইইউটিতে রূপান্তরের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেন।

এ সময় তিনি শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান কর্তৃক ১৯৮১ সালের ২৭ মার্চ প্রতিষ্ঠানের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন, বাংলাদেশের জনগণের আর্থসামাজিক উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র ইসলামি উম্মাহর অবস্থার উন্নয়নে জিয়াউর রহমান অনন্য বলিষ্ঠ ভূমিকা রেখে গেছেন। ওআইসির মহাসচিব আইইউটির চ্যান্সেলর ড. আবদেল ওয়াহেদ বেলকেজিজ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন।

অনুষ্ঠানে আইইউটির ভিসি প্রফেসর ড. মোঃ আনোয়ার হুসাইন স্বাগত এবং রেজিস্ট্রার এম আহসান হাবীব সমাপনী বক্তব্য রাখেন। এ সময় সমাবর্তন অনুষ্ঠানে পররাষ্ট্রমন্ত্রী অধ্যাপক এ কিউ এম বদরুদ্দোজা চৌধুরী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আলতাফ হোসেন চৌধুরী, অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রী এম সাইফুর রহমান, শ্রম ও জনশক্তিমন্ত্রী আব্দুল্লাহ আল নোমান, তথ্যমন্ত্রী ড. মঈন খান, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রী খুরশিদ জাহান হক ও ওআইসিভুক্ত দেশসমূহের কূটনীতিকবৃন্দ, স্থানীয় প্রশাসনিক উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

খালেদা জিয়া গতকাল গাজীপুরে ইসলামিক কারিগরি বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৫তম সমাবর্তন অনুষ্ঠানে কৃতী ছাত্রছাত্রীদের মাঝে স্বর্ণপদক বিতরণ করেন —পিআইডি

প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া বলেন, ১৯৮১ সালে প্রতিষ্ঠালাভের পর গত দুই দশকে এ প্রতিষ্ঠানে ভৌত ও শিক্ষা কার্যক্রমের উল্লেখযোগ্য সম্প্রসারণ হয়েছে। স্নাতকোত্তর পর্যায়ের কোর্স ছাড়াও প্রযুক্তি বিষয়ে বিভিন্ন ধরনের কোর্স চালু করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। তিনি বলেন, এসব কার্যক্রম ইসলামি উম্মাহর অত্যাধুনিক প্রযুক্তি জ্ঞানসমৃদ্ধ জনশক্তির চাহিদা পূরণে আইইউটির সামর্থ্যের পরিচয় বহন করে।

ভাষণদানকালে আইইউটির ছাত্রসংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি পেলেও বিগত ৫ বছর ধরে এর বাজেট একই পর্যায়ে থাকায় প্রধানমন্ত্রী উদ্বেগ প্রকাশ করে স্বাগতিক দেশের প্রধান হিসাবে সদস্যভুক্ত দেশ সমূহকে নিয়মিত চাঁদা পরিশোধের তাগাদা দেন এবং বাজেট বৃদ্ধির আহ্বান জানান।

এর আগে প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া ওআইসিভুক্ত ১২টি মুসলিম দেশের ৮টি বিষয়ে শিক্ষা শেষ করা ১৩৩ জন ছাত্রের মধ্যে সনদপত্র বিতরণ করেন। এরমধ্যে সিজিপি ৫ পয়েন্ট পেয়ে প্রথম স্থান অধিকারী বাংলাদেশের ছাত্র তৌফিক হাসান (তড়িৎকৌশল) ওআইসি স্বর্ণপদক পান। এছাড়া পাকিস্তানের ছাত্র ওয়াকার আহমেদ (ভিটিই) ৪ দশমিক ৮৬ পয়েন্ট পেয়ে দ্বিতীয় হিসেবে প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার কাছ থেকে স্বর্ণপদক গ্রহণ করেন।